পাক্ষিক

আহমদী

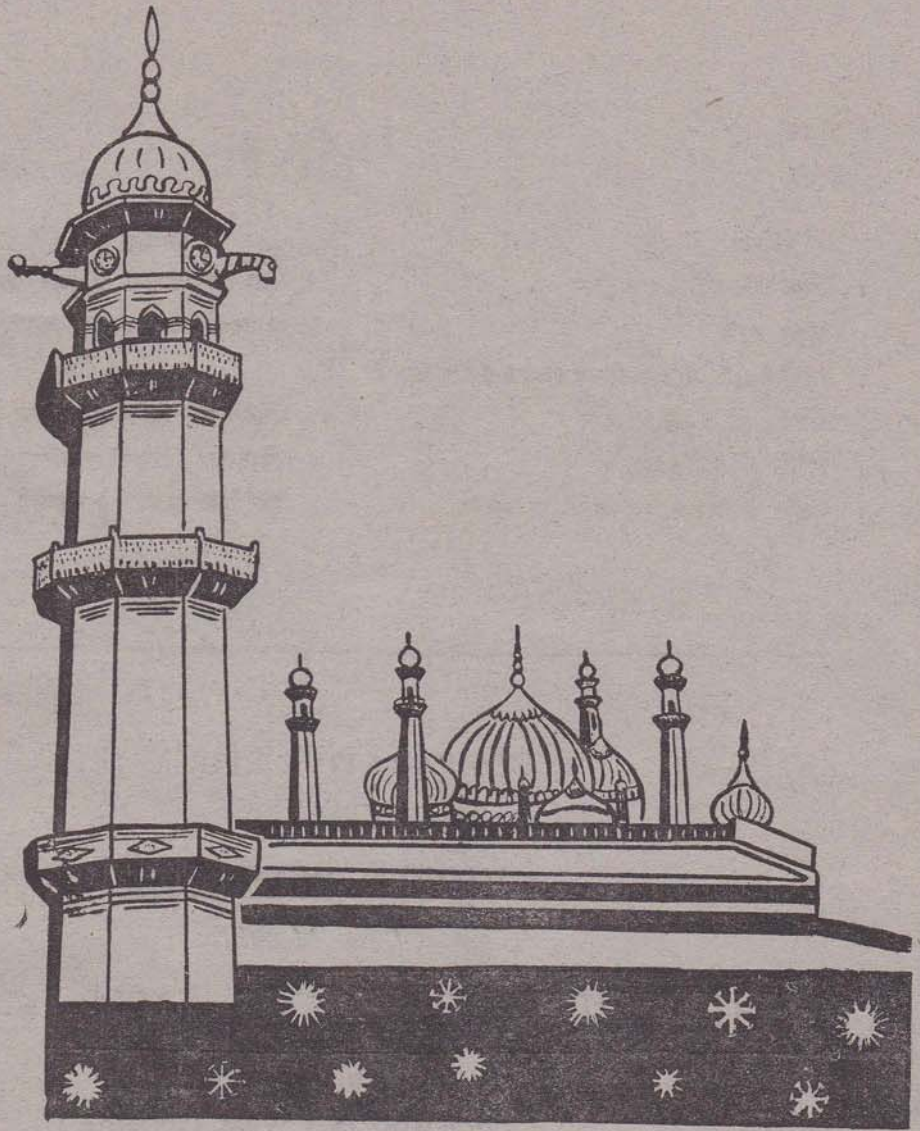

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার ।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২১শ সংখ্যা
১৫ই মার্চ, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

২১শ সংখ্যা
১৫ই মার্চ, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৭৯
অমৃত বাণী	হজরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ হইতে	৩৮২
জাতীর প্রতি ব্যথিত হৃদয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর একটি আহ্বান	অনুবাদক—হাবিলদার নুরুল ইসলাম	৩৮৩
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩৮৭
সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার প্রাপ্য	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান	৩৮৯

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই মার্চ : ১৯৬৮ সন : ২১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৩য় রুকু

২২ ॥ এবং আমরা যখন মানুষকে তাহাদের উপর কোন দুঃখ আসার পর করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অমনি তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে থাকে। তুমি বল, আল্লাহ্ চক্রান্ত রহিত করিতে অধিকতর দ্রুত। নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ তোমরা যাহা চক্রান্ত করিতেছ তাহা লিখিয়া লইতেছে।

২৩॥ তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তোমাদিগকে স্থলে এবং জলে ভ্রমণ করান; এমনকি যখন তোমরা নৌকা সমূহে আরোহন কর এবং ঐ নৌকা সমূহ আরোহিগণ সহ উত্তম বায়ু ভরে চলিতে থাকে এবং উহাতে আরোহিগণ আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, এমন সময় অকস্মাৎ প্রচণ্ড বায়ু ঐ গুলির উপর আসিয়া পড়ে, এবং আরোহিগণের নিকট প্রত্যেকদিক হইতে (তরঙ্গের উপর) তরঙ্গ আসিতে থাকে এবং তাহারা নিশ্চিত ভাবে ধারণা করিয়া লয় যে, তাহারা এখন বিপদে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে মানিয়া তাহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিতে থাকে যে, (হে আল্লাহ) যদি তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিব।

২৪॥ অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, অমনি তাহারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে লাগিল। হে লোকগণ, তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের জন্যই ক্ষতিকর, পার্থিব জীবনের (ক্ষানিক) সুখ ভোগ কর। অতঃপর আমাদের পানেই তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। যাহা তোমরা করিতেছিলে, তখন আমরা তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিব।

২৫॥ নিশ্চয় পার্থিব জীবনের উপম সেই জলের মত, যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষন করিয়াছি। অনন্তর উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে পৃথিবীর সেই উদ্ভিদ, যাহা হইতে মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষন করে; এমন কি যখন (ইহা দ্বারা) পৃথিবী তাহার সুসমা ধারণ করে এবং মনোমুগ্ধকর হয় এবং তাহার মালিকগণ মনে করে যে, উহার উপর তাহারা ক্ষমতাশালী। অকস্মাৎ রাত্রি কালে বা দিবা ভাগে আমাদের (শাস্তির) আদেশ ইহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে এমন ভাবে বঞ্চিত ক্ষেত্রে পরিণত করি, যেন গতকল্য (এখানে) কিছুই ছিলনা। এই ভাবেই আমরা নিদর্শন গুলিকে সেই লোকদের জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি, যাহারা চিন্তা করে।

২৬॥ এবং আল্লাহ শান্তিধামের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২৭॥ যাহারা পূন্য কাজ করিয়াছে, তাহাদের জন্য অনুরূপ মঙ্গল রহিয়াছে এবং অতিরিক্ত অন্যবিধ নিয়ামত। এবং তাহাদের মুখমণ্ডল কালিমা মণ্ডিত হইবেনা এবং লঞ্ছিত হইবেনা। উহারাই বেহেশ্‌তের অধিবাসী তাহারা সেখানে চিরকাল বাস করিবে।

২৮॥ এবং যাহারা অসৎ কাজ সমূহ করিয়াছে (তাহাদের) অসৎ কাজের প্রতিফল সমতুল্য অমঙ্গল হইবে এবং অপমান তাহাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। আল্লার (আযাব) হইতে তাহাদের রক্ষাকারী কেহ থাকিবেনা। তাহাদের মুখমণ্ডল হইবে (এমন কাল) যেন তিমিরাবৃত রজনীর খণ্ড সমূহ দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারাই দোযখের অধিবাসী। তাহারা তথায় দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে।

২৯॥ এবং (সেই দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব, তোমরা এবং

তোমাদের (গড়া আল্লার) শরীকগণ নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান হও। অনন্তর আমরা তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিব। এবং তাহাদের (গড়া আল্লার) শরীকগণ বলিবে তোমরা কখনও আমাদের এবাদত করিতেনা।

৩০॥ বস্তুতঃ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট; নিশ্চই আমরা তোমাদের এবাদত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞাত।

৩১॥ সেখানে প্রত্যেকেই তাহাদের পূর্ব কৃত কার্যের পরীক্ষা লইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত প্রভু আল্লার নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে এবং তাহারা যাহা মিথ্যা বর্ণনা করিত তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে।

অমৃত বাণী

মসিহ মওউদ (আঃ)-এর একটি কবিতা

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শানে

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا
نام اسکا ہے محمد دلبر مرا یہی ہے
سب پاک ہیں پیمبراک دوسرے سے بہتر
لیک از خدائے برتر خیر الوریٰ یہی ہے
وہ یار لامکانی وہ دلبر نہانی
دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے
وہ آج شاہ دیں ہے وہ تاج مرسلیں ہے
وہ طیب و امیں ہے اس کی ثنا یہی ہے
اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں
وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فضل یہی ہے
وہ دلبر یکتا کہ علموں کا ہے خزانہ
باقی ہے سب فسانہ سچ ہے خطا یہی ہے
دل میں یہی ہے ہردم تیرا صحیفہ چوموں
قرآں کے گرد گھوموں کعبہ مرا یہی ہے -

অনুবাদ :

১। তিনি আমাদের নেতা, যাঁহার মধ্য হইতে সব নুর; তাঁহার নাম মুহাম্মদ, তিনিই আমার হৃদয় বিমোহিত করিয়াছেন।

২। সব পয়গম্বরই পবিত্র, এক জন হইতে অন্য জন শ্রেয় কিন্তু মহামহিমান্বিত খোদা-তা'লার সৃষ্টির সেরা তিনিই।

৩। স্থানের অতীত সেই বন্ধু অদৃশ্য মনোমোহনকে আমরা তাঁহারই দ্বারা দেখিয়াছি—তিনিই পথ প্রদর্শক।

৪। তিনি আজ ধর্মের বাদশাহ্, তিনি সব প্রেরিতগণের মুকুট, পবিত্র ও বিশ্বস্ত, তাঁহার প্রশংসা ইহাই।

৫। সেই নুরে, আমি বিলীন, আমি তাঁহারই হইয়াছি, তিনিই (সব) আমি কি ? (অর্থাৎ কিছুই না) প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।

৬। সেই অনুপম বন্ধু, সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার, বাকী সব বাজে গল্প, অভ্রান্ত সত্য কথা ইহাই।

৭। অন্তরে আমার ইহাই যে, সদা তোমার কিতাব চুমি, কোরআনের প্রদক্ষিণ করি ; কা'বা আমার ইহাই।

★

জাতীর প্রতি ব্যথিত হৃদয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একটি আহ্বান

(আরবাঈন নং ৩ এবং ৪ এর জমীমা হইতে)

অনুবাদক—হাবিলদার নূরুল ইসলাম
এ, এম, সি,

[হাফেয মোহাম্মাদ ইউসুফ নামক এক মৌলবী সাহেব লাহোরের এক মজলিশে কোরআন শরীফের সুরা আলহাক্কাতের "অলাও তাকাওবাল আলাইনা.....'সংযুক্ত আয়াৎ সমূহের অকাট্য প্রমাণকে দুর্বল করিবার অটল অভিপ্রায় লইয়া এই বলিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওতের দাবী করিয়াও রসুল করীম (সাঃ)-এর ন্যায় দীর্ঘ ২৩ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। উপরের এই কোরআন বিরোধী আকিদাকে খণ্ডন করিতে যাইয়া হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে "আরবাঈন" নামক (নং ১, ২, ৩ ও ৪) কিতাব লিখিয়াছিলেন। উক্ত কিতাবের ৩ ও ৪ জমীমা হইতে নিম্নে অনুবাদ করা হইল]

"আমি আরবাঈন নামক কিতাব এই জন্য লিখিয়া প্রকাশ করিলাম যে, যাহারা আমাকে কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকে, তাহারা যেন চিন্তা করিতে পারে, খোদা তায়ালার এই অনুগ্রহ যাহা আমার প্রতি বর্ষিত হইতেছে, তাহা কোন মিথ্যাবাদী ত দূরের কথা, খোদাতায়ালার অতি নিকটবর্তী লোক ব্যতীত কোন সাধারন এলহাম প্রাপ্ত লোকদের উপরও বর্ষিত হওয়া সম্ভাপর নহে।

হে আমার কৌম (জাতী), খোদাতায়ালা তোমার উপর রহম করুন এবং তোমার চক্ষু খুলিয়া দিন। দৃঢ় বিশ্বাস কর যে, আমি মিথ্যাবাদী নহি। খোদাতায়ালার সমস্ত পবিত্র কিতাব সাক্ষ্য দেয় যে, মিথ্যাবাদীকে সত্বরই ধ্বংস করা হয়। মিথ্যাবাদী কখনও ঐ বয়স প্রাপ্ত হইতে পারে না, যাহা সত্যবাদীগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সকল সত্যবাদীদের বাদশাহ্ আমাদের নবী করীম (সাঃ)। ওহী প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি দীর্ঘ তেইশ বৎসর সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওহী প্রাপ্তির এই সময়টা কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল সত্যবাদীদের জন্য একটি মাপ কাঠি। খোদা তায়ালার ফেরেস্তা এবং খোদা তায়ালার পাক বান্দাদের হাজার হাজার লানত ঐ ব্যক্তির উপর, যে এই মাপ কাঠিতে কোন খবিশ-মিথ্যাবাদীকে শরীক করে। যদি খোদা তায়ালা পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে কোন আয়াত নাজিল নাও করিতেন এবং যদি খোদাতায়ালার পবিত্র নবীগন ইহা না বলিতেন যে, সত্যবাদীদের ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার মাপ কাঠি কখনও কাজ্জাব প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবুও একজন প্রকৃত মুসলমানের হৃদয়ের সেই মহব্বত, যাহা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি থাকা উচিৎ, তাহা কখনো তাহাকে এই অনুমতি দিতে পারে না যে, সে এহেন দুঃসাহসিক ও অবমান সূচক বাক্য মুখে উচ্চারন করিতে পারিত যে, এই মাপকাঠি অর্থাৎ ওহী প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ২৩ বৎসর সময় প্রাপ্ত হওয়া যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোন

কাজ্জাব অথবা মিথ্যা নবুওতের দাবীদারও পাইতে পারে। তদুপরি যেখানে কোরআন শরীফে পরিষ্কার-ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি এই নবী সত্য না হইত, তবে ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার এই মাপ-কাঠি তাহাকে দেওয়া হইত না। তদ্রূপ তৌরাত এবং ইঞ্জিলও ইহাই সাক্ষ্য দিয়াছে, এখন ইহা কিরূপ ইসলাম এবং কিরূপ মোসলমানী যে, এই সমস্ত পবিত্র সাক্ষ্যগুলিকে কেবলমাত্র আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে যাইয়া পঁচা ও অপবিত্র জিনিসের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র-বাণীর কোনই "লেহাজ" (সম্মান) করা হয় নাই। আমি বুঝিতে পারিনা ইহা কেমন ঈমানদারী যে, প্রত্যেকটি প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সত্বেও তাহারা উহা দ্বারা উপকৃত হয় না এবং ঐ সমস্ত আপত্তিগুলি বারবার পেশ করে যেগুলির জওয়াব বহুবার দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত আপত্তি শুধু আমার উপরই নহে, বরং আপত্তি যদি এই সমস্ত কথাগুলির নামই হইয়া থাকে যাহা আমার সম্বন্ধে নুক্তা-চিনি স্বরূপ তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হয়, তাহা হইলে ইহাতে সকল নবীই শরীক রহিয়াছেন। কারণ আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, আমার পূর্ববর্তীগণের প্রতিও তদ্রূপ বলা হইয়াছে।

হায়, এই কৌম (জাতি) চিন্তা করেনা যে, যদি এই সিলসিলা খোদাতায়ালার তরফ হইতে না হইত, তবে শতাব্দীর শিরোভাগে ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হইল কেন? তারপর কেহ ইহাও বলিতে পারিলনা যে, আমার দাবী মিথ্যা আর অমুকের দাবী সত্য।

হায়! এই সমস্ত লোকগণ বুঝিতেছে না যে, যদি মসিহ মওউদ বিদ্যমান না থাকিতেন, তবে কাহার জন্য আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নিদর্শন দেখানো হইয়াছে? আফসোস এই যে, তাহারা ইহাও দেখেনা যে, এই দাবী কোন অসময়ে করা হয় নাই। ইস্‌লাম তাহার উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া এই ফরিয়াদ করিতেছিল যে, আমি অত্যাচারীত এবং এখনই এই উপযুক্ত সময়ে আমার জন্য স্বর্গীয় সাহায্য করা হউক। ১৩ শতাব্দীতেই মানব হৃদয়ে ইহার জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল যে, ১৪ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই খোদা তায়ালার সাহায্য আসিবে। বহু লোক কবরে চলিয়া গিয়াছে, যাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই শতাব্দীর অপেক্ষা করিতেছিল। তারপর যখন খোদা তায়ালার তরফ হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হইল, তখন শুধু এই ধারণায় তাহারা শত্রু হইয়া দাঁড়াইল যে, বর্তমান মৌলবী সাহেবদের যাবতীয় মতামতকে তিনি তসলীম (স্বীকৃতি দান) করেন নাই। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, খোদা তায়ালার প্রত্যেক প্রেরীত ব্যক্তি যাহাদিগকে মানবের ইসলাহ এর জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে, কোন না কোন প্রতি বন্ধক সঙ্গে নিয়া আসেন। হযরত ইসা (আঃ) যখন আসিয়াছিলেন তখন হতভাগা ইহুদীদের সম্মুখে এই এক প্রতি বন্ধক দণ্ডায়মান হইয়াছিল যে, ইলিয়াস নবী দ্বীতিয়বার আকাশ হইতে অবতরণ করেন নাই। মালাকী নবীর কিতাব অনুযায়ী ইহা সুনিশ্চিত ছিল যে, আকাশ হইতে ইলিয়াস নবীর অবতরণ হইলে পরে মসিহ (আঃ)-এর আগমন হইবে। তদ্রূপ যখন আমাদের নবী করীম (সাঃ) দুনিয়াতে প্রেরিত হইলেন, তখন পূর্ববর্তী কিতাবপন্থীদের সম্মুখে এই প্রতিবন্ধক আসিয়া দাঁড়াইল যে, এই নবী বনি-ইস্রাইলদের মধ্য হইতে আগমন করেন নাই। এখন ইহা কি আবশ্যকীয় ছিলনা যে, মসিহ মওউদের বেলায়ও তদ্রূপ কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকুক? আর যদি মসিহ মওউদ ইসলামের তেহাত্তর ফেরকার প্রত্যেকের কথাই মানিয়া লইতেন, তবে তাঁহার নাম হাকেম

(বিচারক) রাখা হইত কোন্ অর্থে? তিনি কি তাহাদের কথা মানিতে আসিবেন, না তাঁহার কথা তেহাত্তর ফেরকার মানাইতে আসিবেন? আর যদি তিনি তেহাত্তর ফেরকার কথাগুলিকে মানিতেই আসেন, তাহা হইলে তাহার আগমণের আবশ্যকতা কি?

সুতরাং হে কৌম (জাতি), তুমি জিদ করিও না। হাজার হাজার কথা এইরূপ থাকে, যাহা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমণের রহস্যকে হযরত মসিহ্ (আঃ)-এর পূর্বে কেহ বুঝাইতে পারে নাই; ফলে ইহুদীগণ হযরত মসিহ (আঃ)-কে মানিবার জন্য তৈয়ার হইয়া থাকিত। তদ্রূপ বনি ইস্রাইল বংশ হইতে খাতামুল আম্বিয়ার আগমন হইবে, এই ধারনাও ইহুদীগণের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল। এই ধারণাটিকে পূর্ববর্তী নবীগণের কেহই ইহুদিদের হৃদয় হইতে পরিষ্কার ভাবে দূরিভূত করিতে পারেন নাই। এই রূপে মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের বিষয়টাও নানা রহস্যের অন্তরালে চলিয়া আসিতেছিল, যেন আল্লাহ্ তায়ালার সুন্নত অনুযায়ী এখানেও কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে। ইহা তবে আমার বিরুদ্ধবাদীগণ যাহাদিগকে আমার পথ অনুসরণ করার তওফীক দেওয়া হয় নাই, কিছু দিন যদি তাহাদের জিহ্বাকে না চালাইয়া চুপ থাকিয়া আমার আঞ্জামকে দেখিয়া লইত। এখন জনসাধারণ আমাকে যত গালি দিয়াছে তাহার ভার একমাত্র মৌলবী সাহেবদের স্কন্ধের উপর। আফসোস, তাহারা চিন্তা দ্বারা কাজ করে না। আমি একজন চিররোগী লোক। ঐ দুইটি চাদর, যাহার সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মসিহ দুইটি হলুদ রং-এর চাদরে জড়িতাবস্থায় নাজেল হইবেন তাহা আমার সঙ্গে রহিয়াছে, যাহার অর্থ হইল দুইটি রোগ। একটি চাদর আমার শরীরের উপরিভাগে বিদ্যমান, যাহা মাথা ব্যথা এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি আমার শরীরের নীচের অংশে রহিয়াছে যাহা বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। কোন কোন সময় রাত্রে অথবা দিনের বেলায় শত শত বার প্রস্রাব করিতে হয় এবং তৎসঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা যতটুকু থাকা দরকার, তাহা বিদ্যমান থাকে। কোন কোন সময় আমার শারীরিক দুর্বলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, আমি যখন নামাজ পড়িবার জন্য সিড়ি দিয়া উপরে যাইতে থাকি তখন আমার মনে হয় না যে, সিড়ির এক তবক হইতে অপর তবকে পা রাখা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব। এখন যে ব্যক্তির এই অবস্থা যে, সর্বদাই মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া থাকিতে হয় আর এই সব রোগের রোগীদের অকস্মাৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এইরূপ ব্যক্তি কি করিয়া মিথ্যা নবুওতের দাবী করিতে পারে? তদুপরি কোন সুস্থ স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করিয়া কে বলিতে পারে যে, আমি ৮০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইব? ডাক্তারদের মতানুযায়ী এইরূপ রোগী সর্বদাই মৃত্যুর গ্রাসে রহিয়াছে বলিয়া ধারনা করা হয়। এইরূপ রোগী প্রায়ই অকস্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই সংকটময় জীবনের ভিতর দিয়াও যে ভাবে আমি ইসলামের তবলীগে মশগুল রহিয়াছি, ইহা কি কোন মিথ্যাবাদীর কাজ? যখন আমি আমার শরীরের উপরের অংশে একটি রোগ এবং নীচের অংশের অন্য একটি রোগকে দেখিতে পাই, তখন আমার হৃদয় ইহা অনুভব করে যে, উহা ঐ দুইটি চাদরই, যাহার সম্বন্ধে আমাদের নবীকুল শিরোমণি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। আমি শুধু উপদেশ স্বরূপ আমার বিরুদ্ধবাদী আলেম ও তাহাদের অনুসরণকারী লোকদিগকে বলিতেছি যে, গালি দেওয়া বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন কু-বাক্য বলা ভদ্র-

লোকের কার্য নহে। যদি আপনাদের নিয়ত ইহাই হইয়া থাকে, তবে তাহা করা আপনাদের ইচ্ছা। যদি আপনারা আমাকে কাজ্জাবই মনে করেন, তবে আপনাদের এই ক্ষমতাও ত রহিয়াছে যে মসজিদে একত্র হইয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমার উপর বদ-দোয়া করুণ এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোদাতায়ালার নিকট আমার ধ্বংশ কামনা করুন। তারপর যদি আমি কাজ্জাব হইয়া থাকি, তবে নিশ্চরই আপনাদের দোয়া কবুল হইবে। আপনারা সর্বদা এইরূপ দোয়া করিয়াও থাকেন। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে, যদি আপনারা এত দোয়াও করেন যে, দোয়া করিতে করিতে আপনাদের জিহ্বায় ঘা (জখম) হইয়া পড়ে এবং অনুরূপ ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেজদা করিতে থাকেন, যে সেজদা করিতে করিতে আপনাদের নাকও ঘসিয়া যায় এবং কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের পাতায় ঘা হইয়া পলকগুলিও ঝরিয়া যায় এবং অত্যাধিক কাঁদিবার ফলে দৃষ্টি শক্তিও কম হইয়া যায় এবং অবিরাম ক্রন্দন হেতু মস্তিষ্ক শূন্য হইয়া মৃগি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তবুও আপনাদের দোয়ার শুনানি হইবে না। কেননা, আমি খোদা তায়ালার তরফ হইতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার উপর বদ-দোয়া করিবে, ঐ বদ-দোয়া তাহার উপর পতিত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে এই বলে যে, এই ব্যক্তির উপর খোদাতায়ালার লা'নত হউক, তবে ঐ লা'নত ঐ ব্যক্তির হৃদয়েই পতিত হয় কিন্তু সে উহার খবর রাখেনা। যে ব্যক্তি আমার সহিত প্রতিদ্বন্দি করিবার উদ্দেশ্যে এই দোয়া করে যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তাহার মৃত্যু সত্যবাদীর আগে হউক, তাহা হইলে ইহার ফল উহাই পাইবে, যাহা মৌলবী গোলাম দস্তগীর কস্তুরী পাইয়াছিল। সে সাধারণ ভাবে ইহা প্রচার করিয়াছিল যে, "মীর্যা গোলাম আহমদ যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে এবং নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে আমার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইবে। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি তবে আমার মৃত্যু তাহার পূর্বে হইবে।" সে এই দোয়াই করিয়াছিল এবং তারপর সে নিজেই কিছুদিনের মধ্যে আমার জীবিতাবস্থায়ই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল। যদি তাহার কিতাব ছাপিয়া দেশে প্রচার না হইত, তবে এই ঘটনাকে কে বিশ্বাস করিত? এখন ত সে, তাহার নিজের মৃত্যুর দ্বারা আমার সত্যতারই সাক্ষী দিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যে এইরূপ মোকাবেলা করিবে এবং এইরূপ দোয়া করিবে সে নিশ্চয়ই গোলাম দস্তগীরের ন্যায় আমার সত্যতার সাক্ষী হইয়া যাইবে। চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, হেকরামের মৃত্যুর সময় কতক চরিত্রহীন লোক আমার জামাতাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া প্রোপাগাণ্ডা করে। প্রকৃত পক্ষে উহা এক প্রবল স্বর্গীয় নিদর্শন ছিল এবং এই সম্বন্ধে আমার একটি ভবিষ্যৎবাণীও ছিল, যাহা ঠিক সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। এখন ইহাই বলিয়া দাও যে, গোলাম দস্তগীরকে আমার জামাতের কে মারিয়াছে? ইহা কি সত্য নয় যে, সে আমার সহিত কোন আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজে নিজেই এইরূপ দোয়া করিয়া মারা গিয়াছে? দুনিয়াতে কেহ মরিতে পারে না যতক্ষণ না তাহাকে আকাশে মারা হয়। আমা রুহে ঐ সত্যতাই রহিয়াছে, যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল। খোদা তায়ালা আমাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর তুল্য করিয়াছেন। আমার "ভেদ" কেহ জানে না কিন্তু খোদাতায়ালা জানেন। বিরুদ্ধবাদীগণ অনর্থক তাহাদের জীবন ধ্বংশ করিতেছে। আমি ঐ চারা গাছ নহি যে, তাহাদের হাত দ্বারা (আমাকে) তুলিয়া ফেলা হইবে। যদি তাহাদের পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ এবং তাহাদের

জীবিত ও মৃত সকলে একত্র হইয়া আমাকে মারিবার জন্য দোয়া করে, তবে আমার খোদা ঐ সমস্ত দোয়াকে লানতে পরিবর্তন করিয়া তাহাদের মুখের উপর মারিবে। দেখুন শত শত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাদের জামাত হইতে বাহির হইয়া আমাদের জামাতে মিলিত হইতেছে। আকাশে এই সম্বন্ধে এক চর্চা হইতেছে এবং ফেরেস্তাগণ পবিত্র হৃদয়গুলিকে টানিয়া এদিকে লইয়া আসিতেছেন। এখন এই স্বর্গীয় কারবারকে কেহ বাধা দিতে পারে কি? যদি শক্তি থাকে তবে বাধা দাও। ঐরূপ নকল চালাকী ও চালবাজি যাহা নবীদের বিরুদ্ধবাদীগণ করিয়া আসিয়াছে, তৎসমুদয়ই (আজও) কর। কোন কিছুই বাকী ছাড়িও না, হাতের নখ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ কর এবং দেখ যে আমার কি ক্ষতি সাধন করিতে পারিয়াছ। খোদাতায়ালার স্বর্গীয় নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষণ হইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য মানব দূর হইতে আপত্তি করে।

যে সমস্ত হৃদয়ে মোহর লাগিয়া গিয়াছে, ঐগুলির আমি কি চিকিৎসা করিব? হে খোদা! তুমি এই উম্মতের প্রতি রহম কর। আমীন!"

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞান মানবতা বোধ জাগাতে পারে না ঃ

'ফটো এণ্ড ফিচার এজেন্সী' হতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, ব্রিটিশ দার্শনিক মনীষী বার্টাণ্ড রাসেলের উদ্যোগে গঠিত ভিয়েতনাম যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল সর্বসম্মত ভাবে ঘোষণা করেন যে, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং জাপান জাতি নিধনমূলক হত্যাপরাধে অপরাধী। এই ট্রাইব্যুনালে উদ্‌ঘাটিত কয়েকটি তথ্যের সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হলো। এসব হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ যুদ্ধে আমেরিকার উদ্দেশ্য হলো ভিয়েতনাম-বাসীদের বিনাশ সাধন।

মারাত্মক গ্যাস ছড়ানো হয়েছে ঃ

বিশিষ্ট ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক যুয়োপ বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রসহ গণধ্বংসের নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্র করেছে। ১৯৬১ সন থেকেই বেসামরিক জনসাধারণের উপর তারা মারাত্মক গ্যাস ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে আসছে, যাতে ১,৪৬,২৫৪ জন নরনারী ১৯৬৫ সালের মধ্যে বিষাক্ত হয়েছেন। হাজার হাজার একর জমির ফসল বিনষ্ট হয়েছে। তবু এক তিল লজ্জা মনে করে ১৯৬৭ সালের জুন মাস তারা ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার দামের বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থের অর্ডার দিয়েছে।

প্লেগের জীবাণু ছড়ানো হয়েছে ঃ

১৯৬৬ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে মার্কিন বিমান জনবসতিপূর্ণ এলাকা মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। ফলে সেই অঞ্চলের চার হাজার লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশ মারা যান।

১৯৬১ সাল থেকে নাপাম বোমায় আটশ'র বেশী গ্রাম ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বি—৫২ বিমান থেকে ছয় সাত কিলোমিটার উপর থেকে এলোপাতাড়ি বোমা বর্ষণ করা হয়। কতকগুলি বোমা বিস্ফোরিত হয় মাটি থেকে চার মিটার উঁচুতে আর কতকগুলি হয় মাটির পাঁচ মীটার নীচে।

এসোসিয়েট প্রেসের খবর অনুযায়ী মার্কিন ছাত্রী সেনাদের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে যে, প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে, খাবার উপযুক্ত বসবাসের উপযুক্ত সবকিছু, ধান চাল এমন কি মাদুর পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

দশ লক্ষ শিশু নিহত ঃ

১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত দশ লক্ষেরও বেশী ভিয়েতনামী শিশু হয় নিহত কিংবা পঙ্গু হয়েছে। মার্কিন সেনারা যাদের নিহত করেছে তাদের বেশীর ভাগই যুবক বৃদ্ধ, নারী ও শিশু।

বৃটিশ ভিয়েতনাম কমিটি বলেছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী ভিয়েতনামে বর্বরোচিত কাজ করছে তাকে গণহত্যা বলাই উচিত।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী ১৯৬৫ সালের ১৮ই জুন থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৮৮ বার বিমান আক্রমণ চালায় প্রতিবারে ৪০০ থেকে ৫০০ টন বোমা ফেলে। ৩০টির বেশী হাসপাতালের উপর বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য রোগী।

মাংস ছিঁড়ে নেয় ঃ

তারা কথা আদায়ের জন্য সাবান জল ও মূত্র বন্দীদের নাক মুখ দিয়ে জোর করে ঢেলে দেয়। আগুনের লাল চিমটা দিয়ে স্তনের, উরুর এবং ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে নেয়। মেয়েদের যৌন নালীতে রুল ঢুকিয়ে দেয়। সন্দেহ জনক মুক্তি যোদ্ধাকে যুদ্ধের লরীর পিছনে বেঁধে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়। সিল্কের মোজার মধ্যে বালি পুরে কপালের রগের উপর আঘাত করে। মানুষকে ইলেকট্রিক জেনারেটরের সাথে গেঁথে দেয়।

মার্কিন সৈন্যদের স্ফূর্তির জন্য একটি পতিতালয় স্থাপন করা হয়েছে। যদি এই প্রাথমিক পতিতা-পল্লী মার্কিন সৈন্যদের খুশী ও মনোরঞ্জন করতে পারে, তবে অনুরূপ আরও কয়েকটি পল্লী বিভিন্ন শহরের যেখানে মার্কিন ঘাঁটি আছে সেখানে স্থাপন করা হবে। এ থেকেই ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির পরিমাণ আঁচ করা চলে।

ভিয়েতনামে গিয়ে যে কয়টি দেশ (বিশেষ করে আমেরিকা) যুদ্ধ করছে, বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্তমান দুনিয়ার শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু উপরে যুদ্ধের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ওসব দেশ বা জাতি হতে মানবতা বোধের শেষ চিহ্নটিও যেন মুছে যাচ্ছে। যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা এবং বৈষয়িক ব্যাপারে চরম উন্নতি তাদেরকে হিংস্র জন্তুর চেয়ে বহুগুণ হিংস্রতর করে তুলেছে ; যার দরুণ হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভিন দেশে জোর করে প্রবেশ করে এ দেশ-বাসীদিগকে নিধন করার কাজে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এরূপ উন্মত্ততা মানবতার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করে তুলেছে।

এর অভিশাপ হতে মানবতাকে রক্ষা করতে হলে (তা করতেই হবে, মানুষের মনের গভীরে আল্লাহ-ভীতি জাগরিত করা ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলে মনে হয় না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মারফত আল্লাহতায়ালা মানব হৃদয়ে আল্লাহ ভীতি জাগরিত করার মহান দায়িত্ব অর্পন করেছেন আহমদীয়া জামাতের উপর। এই দায়িত্ব অতি বিরাট অতি মহান। সুতরাং আহমদীয়া জামাতকে প্রস্তুত হতে হবে এই দায়িত্ব পালন করে মানবতার ভবিষ্যতকে সুন্দর ও শোভন করে গড়ে তোলার জন্য।

★

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার প্রাপ্য

—মুহম্মদ আতাউর রহমান

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার প্রাপ্য। তাঁহার শক্তি এবং গুণ ত্রুটিশূন্য। তিনি একা ও আপন শক্তিতে কোটী কোটী সৌরজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং একটি সৌরজগতে, ভ্রাম্যমান পৃথিবী গ্রহে আমাদিগতে কিছুকাল বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। মহাশূন্যে সূর্যকে কেন্দ্র বানাইয়া পৃথিবী সহ দশটী গ্রহ (যথা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, এষ্টারয়েড বা গ্রহকনিকা, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো) কে তিনি সূর্য্যের চারি পাশে অবিরাম ঘুরাইতেছেন। মানব এবং মানবেতর জীব জন্তুর জীবন ধারণের উপযুক্ত শীতাতপ বজায় রাখিবার জন্য ভীষণ তাপ বিকীরণকারী সূর্যকে পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল ব্যবধানে তিনি রাখিয়াছেন। এই ব্যাবধানে কমবেশী হইলে পৃথিবী প্রাণীশূন্য হইবে। ৪½ হাজার ডিগ্রী তাপে ইস্পাতও বাষ্পাকার হয়, আর সূর্য্যের তাপের পরিমাণ কত ভীষণ। ৯ হাজার ডিগ্রী হইতে সূর্যের নিকটতর সীমায় ইহা বাড়িয়া বাড়িয়া ৪ কোটী ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। কাজেই সূর্যে অবস্থিত লৌহ, দস্ত, সীসা প্রভৃতি ধাতু গলিয়া পরমানুরূপে মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই ধাতব ছাড়াও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি অ-ধাতব মৌলিক পদার্থ সমূহও সূর্যের মধ্যে আল্লাহ রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি সূর্যকে শক্তির উৎস [Source of all energy] করিয়া দিয়াছেন। শক্তি এবং পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁহার ফর্মুলা $E=mc^2$ এ এই সম্বন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। এই ফর্মুলাতে 'E' শক্তি 'm' বস্তুর mass এবং 'c' আলোর গতি (যাহা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) বুঝান হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক ইরা, এম, ক্রিমেন বলেন, "এটম বা পরমানু এত ক্ষুদ্র জিনিষ যে, কোন মানুষের পক্ষে চর্মচক্ষে তাহা দেখা সম্ভবপর নহে।

এক ইঞ্চির পরিমাপকে দশ কোটী অংশে ভাগ করিলে পর যাহা দাঁড়াইবে, একটা এটম বা পরমানুর আকার তাহাই সমান। বিভিন্ন ধরণের পরমানু সাধারণতঃ আলাদাভাবে এক সংগে মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী গঠন করিয়া অবস্থান করে। এ ধরণের এক একটা শ্রেণীকে 'মলিকিউল' বা অনু নামে অভিহিত করা হয়। এসব অনুর আকার এত ক্ষুদ্র যে, তাহা ধারণাও করা ইয়া যায় না। এক বিন্দু পানিতে যে পরিমাণ 'মালিকিউল' বা অনু রহিয়াছে, তার লবগুলিকে যদি পাশাপাশি সাজাহ

একটা লাইন করা যায়, তাহাহলে সে লাইন পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত গিয়া পৌঁছাইবে, অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি!"

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল আর সৃষ্টি শক্তির সীমাহীনতার বিষয় ভাবিলে আপনা আপনি তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের শিরোদেশ ভূলুণ্ঠীত হয়।

আল্লাহ তায়ালারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই মানবের জন্য ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করিয়াছেন। ইসলাম দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রেরণা দান করিয়াছে। জ্ঞানার্জ্জনকে পুণ্যকর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফলে এক কালের গুহা মানব লৌহ যুগ পার হইয়া, আজ আনবিক যুগে পদার্পন করিয়াছে এবং মহাশূন্যের পানে ধাবিত হইয়াছে। সে আল্লাহ্‌র দেওয়া ধীশক্তির আরও উৎকর্ষ সাধনার্থে অধীর হইয়াছে। টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ, ইলেক্ট্রস্কোপ, স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ [সূর্য রশ্মি পরীক্ষা যন্ত্র] ইলেকট্রনিক্ স্টেথোস্‌ফোনোগ্রাফ্ [শরীর পরীক্ষা যন্ত্র] প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। সে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের সংগ্রামকে জোরদার করিয়াছে। কাল যে অনু কণাগুলি নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত, আজ সে তাহাতে পাইয়াছে বিপুল শক্তির সন্ধান, দেখিয়াছে সেখানে প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেক্ট্রনের গণিতিক সমাবেশ। চর্মচক্ষের দৃষ্টি বহির্ভূত এই সুক্ষ্ম তিসুক্ষ্ম শিল্প সাক্ষ্য দিয়াছে এক শিল্পীর, যাহার জ্ঞান ও শক্তির কাছে মানবের জ্ঞান ও শক্তি অতি তুচ্ছ, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষন করিলে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইত। বৈজ্ঞানিকগণ হইত গভীর খোদা প্রেমিক এবং খোদা প্রেমিকগণ হইত ইসলামেই একত্রিত। এই পরিবর্তন জড়বিজ্ঞান মানবের ধ্বংসকারী না হইয়া সমৃদ্ধি বর্ধনকারী হইত। হাদীস শরীফে আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানায় পশ্চিম দিকে সূর্য্য উঠিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জড়বিজ্ঞান সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলি ইসলাম-সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইবে। ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে, ইসলামের আলোক বিতরনের কাজ ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁহার জামাতেরই কাজ। আজ জড়বিজ্ঞান প্রভূত রূপে উন্নত। তাহার বৈষয়িক দান ও সংখ্যা বহুল এবং কল্যাণ প্রশু তাহার গবেষনাগারের সাধনা কত ধৈর্য্যসাপেক্ষ তাহার সাহিত্য কত বিশাল। তাহার সম্ভাবনা কত প্রচুর। বৈজ্ঞানিক মরা মানুষকে ইসলামে আকৃষ্ট করা কত সহজ অথচ কঠিনও বটে। এখানে খজ্ঞ যুক্তি, এবং জ্ঞানের দৈন্য লইয়া সাফল্য কামনা দুরাশা। উহারা চাইবেন গবেষনাগারের পরীক্ষার চুল্লীতে যুক্তির বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্যের প্রমাণ। "ইসলামের খোদা জিন্দা। তিনি এখনও মানুষের সংগে কথা বলেন"—আমাদের এই দাবী একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট পেশ করিলে তিনি তাহার প্রমাণ চাইবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য অজস্র প্রশংসা। ইহার প্রমাণ আহমদীয়া জামাতে বিদ্যমান আছে।

মানব জাতি সৌন্দর্য্য প্রিয়। ইসলামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনুপম কিন্তু ইস্‌লামের সামগ্রিক সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত সমাজ আজ কোথায়? ইতিহাসের পাতায়? কঠোর সত্য এই যে, মুসলমান চারিত্রিক দুর্বলতার দরুন ইসলামের—সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। আহমদীয়া জামাত ইস্‌লামের লুপ্ত সৌন্দর্য্য উদ্ধার করিয়া ইতিহাসের বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করিবে, জগতের কাম্য ইহাই। আংশিক সৌন্দর্য্য নহে, ইসলামের অর্থও সামগ্রিক সৌন্দর্য্য আমাদের মধ্যে বিকশিত করা কঠিন সাধনা সাপেক্ষ। আল্লাহ আমাদের সহায়; অবিরাম দোয়া ও হাম্‌দ সহ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

হে দয়াল প্রভো! তুমি আমাদের উপর রহমত বর্ষণ কর, আর সে দিন নিকটবর্তী কর, যেদিন জগতের সর্বত্র ইসলাম গৃহীত হইবে এবং আমরা সকল মানুষকে লইয়া তোমার প্রশংসা করিতে পারিব। কেননা সকল প্রশংসার উপযুক্ত তুমি এবং তোমার প্রশংসার জন্যই আমাদের জন্ম।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8 00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুনঃ

১	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
কাছারি ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca – 1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.